যুগান্তর

জাবি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি, দুই দিন বিরতির পর আবার আন্দোলন

সংহতি সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি * বন্ধের মধ্যে সভা-সমাবেশ করা আইনের লঙ্ঘন- প্রশাসন

প্রকাশ : ১৩ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

জাবি প্রতিনিধি

দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে দুই দিন কর্মসূচি স্থগিতের পরে আবারও আন্দোলনে নেমেছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার দুপুরে বিক্ষোভের পরে সংহতি সমাবেশ করেছেন তারা।

সংহতি সমাবেশে বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খুলে স্বাভাবিক ক্লাস-পরীক্ষা চালু করার দাবি জানান। একই সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও দুর্নীতির অভিযোগে উপাচার্যকে পদত্যাগ করারও আহ্বান জানান বক্তারা। আজ বুধবার বেলা ১১টায় একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

অন্যদিকে ক্যাম্পাস বন্ধের পরও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অযৌক্তিক ও আইনের লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সংহতি সমাবেশে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এখন দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, হল বন্ধ, ক্লাস বন্ধ, অনেকগুলো পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল সেগুলোও বন্ধ। শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরি হল এর জন্য কে দায়ী? আমরা সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সবাই জানি এর জন্য কারা দায়ী। এখানে মেগা প্রকল্প ঘিরে একটি দুর্নীতি হয়েছে- এটা অনেকটাই প্রমাণিত। আর এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর যে আন্দোলন শুরু করেছে তা সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জাবিতে যখনই অন্যায়, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তখনই আন্দোলন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই, এই ঘটনার একটি বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। এই তদন্ত কমিটি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন, সিনেট ও জাকসু নির্বাচন ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দায়িত্বে থাকলে ক্যাম্পাসকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে না।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান বলেন, 'আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। উপাচার্য এবং তার প্রশাসন পরাজয় মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। যদি তাদের দাবি যৌক্তিক ও ন্যায়ের পথে থাকত তাহলে এমন করে ক্যাম্পাস বন্ধ করত না।' তিনি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে প্রশাসনকে অনুরোধ করেন।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জুনায়েদ সাকি বলেন, 'অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম শুধু নিজের মর্যাদাই ক্ষুণ্ন করেননি তিনি অধ্যাপকের মর্যাদা ও এই পদকে কলঙ্কিত করেছেন। যে অভিযোগে শোভন-রাব্বানী পদ হারাল সেই অভিযোগে উপাচার্যকে কেন অপসারণ করা হল না? শোভন-রাব্বানীর বিরুদ্ধে 'ঈদ সেলামি' কাণ্ডেই দুর্নীতির অভিযোগ আছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ যখন হামলা করল তখন উপাচার্য কী করল? হামলা করা যদি ছাত্রলীগের দায় হয়ে থাকে তবে তিনি (উপাচার্য) কেন পদত্যাগ করলেন না? দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করা আন্দোলনকারীদের দায়িত্ব সরকারের এমন বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, যদি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দুর্নীতির প্রমাণ করতে হয় তবে সরকারের পুলিশ, গোয়েন্দা ও অন্যান্য সংস্থা কী করে? যদি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দুর্নীতির প্রমাণ করতে হয় তবে ধরে নেব দেশে কোনো প্রশাসন নেই।'

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম বলেন, 'আপনারা (জাবি) যে দাবি তুলেছেন সেটি ন্যায়ের দাবি। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সমর্থন থাকবে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের ঐতিহ্য হিমালয়তুল্য। এখন সেই ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল স্থানে দখলদারিত্ব চলছে। প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছেন তিনি একটি পক্ষ নিয়েছেন। তিনি বলেছেন দুর্নীতির প্রমাণ দিতে হবে। তার কথামতো ছাত্ররা যে তথ্য-উপাত্ত দিয়েছে এবার আপনি সেটি যাচাই-বাছাই করুন। আর আন্দোলনকারীরা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকুন। এই ঐক্যই আপনাদের বিজয় নিশ্চিত করবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (ভিপি) নূরুল হক নূর বলেন, 'ছাত্রলীগ শুধু জাহাঙ্গীনগরের শিক্ষার্থীদের ওপরই হামলা চালাচ্ছে না। ছাত্রলীগের হামলা সারা দেশেই চলছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছাত্রলীগের পক্ষে সাফাই গাচ্ছেন।

তিনি বলছেন, ছাত্রলীগ এ ধরনের কাজ করে না। মিডিয়া সব সময়ই ছাত্রলীগকে নিয়ে বাড়িয়ে লেখে। রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। সকল ঘটনাতেই প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনাই তা প্রমাণ করে। আমরা দেখেছি ফেনীর নুসরাত ও বরগুনার রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ লাগে। তাহলে বিচার বিভাগের কাজ কী? বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন হলে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়। তাহলে ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কী করে?

উপাচার্যকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, নিজের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঠেকাতে আপনি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেছেন। আপনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে তাদের দাবি শুনে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু আপনি তা করেননি।

আপনার বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যই প্রমাণ করে আপনি দুর্নীতিবাজ। সরকারের উদ্দেশে নূর বলেন, প্রমাণ দেয়ার দায়িত্ব আন্দোলনকারীদের না। অভিযোগের প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য দেশে গোয়েন্দা সংস্থা আছে। দেশের গোয়েন্দা সংস্থা জনগণকে হয়রানি করার জন্য নয়। দেশের ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ইউজিসিতে তদন্তাধীন। তাদের এভাবে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের দলের উপাচার্যকে সরানো সম্ভব! তাহলে তো আর কাউকেউ উপাচার্য বানানো সম্ভব হবে না।

আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এ আন্দোলন শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে নয়। এটা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলন ঠিকই '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেবে।

ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক লিটন নন্দী বলেন, 'জাবি উপাচার্যের বক্তব্যেই প্রমাণ হয় তিনি দুর্নীতি করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন 'ছাত্রলীগ আমার কাছে প্রকল্পের থেকে ৬ শতাংশ চেয়েছিল। এখানে ২ শতাংশ অনেক কম?' তারা মানে হল- উপাচার্য ২ শতাংশ দিতে চেয়েছেন। সেটিই তো প্রমাণ করে তিনি দুর্নীতি করেছেন। আর সব কিছু বাদ দিলাম সেদিন শিক্ষকদের উপস্থিতিতে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর যে হামলা হল তার জন্য জাবি উপাচার্যের পদত্যাগ করা উচিত।'

ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী শোভন রহমানের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন বাসদের কেন্দ্রীয় বর্ধিত কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ ও আ ক ম জহিরুল ইসলাম, কবি ও সাহিত্যিক অরূপ রাহী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের (মার্ক্সবাদী) সভাপতি মাসুদ রানা, ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য মোহাব্বত হোসেন খান, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অনিক রায়, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ, রাখাল রাহা (রাষ্ট্রচিন্তা), জাবির সিনেটর মহব্বত হোসেন খান, সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের আহ্বায়ক হাসান আল মামুন প্রমুখ। সংহতি জানাতে উপস্থিত ছিলেন জাবির নৃবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক রেহনুমা আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন, জাবির সিনেট সদস্য ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লালা প্রমুখ।

এর আগে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় থেকে পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। সেখানে ‘উপাচার্যের দুর্নীতি’র অভিযোগসহ ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত দুটি পটচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর বিকাল ৪টার দিকে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার নিন্দা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন তারা। এরপর ঢাকা থেকে আগত অতিথিদের নিয়ে পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংহতি সমাবেশ শুরু হয়।

সংহতি সমাবেশ শেষে সন্ধ্যা ৭টার পরে একই স্থানে গানে গানে সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে মঙ্গলবার সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চালু থাকলেও সাড়ে ১২টার দিকে আন্দোলনকারীরা পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিলে এই অফিসের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে পড়ে।

‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’-এর মুখপাত্র অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, ‘দুর্নীতির দায়ে উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে যাচ্ছি। বুধবার বেলা ১১টায় আমরা বিক্ষোভ মিছিল করব।’

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান বলেন, ‘যারা বন্ধের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তারা আইনের লঙ্ঘন করছেন। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মঙ্গলজনক না। আর আইন না মেনে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়াও এক ধরনের উসকানি। আমি অনুরোধ করব শিক্ষার্থীরা যেন সিন্ডিকেটের আদেশকে সম্মান জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক বজায় থাকুন, এটা প্রশাসন চায়। আমরাও চাই যত দ্রুত স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আসবে, তত দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার এই স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করতে হবে।’

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।